দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 APR 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

'আপনার জন্য একটি বুলেট কেনা হয়েছে—'

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

'আপনার জন্য একটি বুলেট কেনা হয়েছে, শীঘ্রই আপনাকে এটি উপহার দেয়া হবে' গতকাল এই বলে ঢাকা

(শেষ পৃঃ ৮—এর কঃ দ্রঃ)

'আপনার জন্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ডঃ আরেফিন সিদ্দিককে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য এক ছাত্রকে বিভাগে ভর্তি করতে রাজী না হওয়ায় এবং বিভাগের অফিস থেকে টেলিফোন করা নিয়ে এক যুবকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার পর ডঃ আরেফিন সিদ্দিক এই হুমকি পান।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ গোলাম রহমান জানান, এ ঘটনার পর থেকে বিভাগের সকল শিক্ষক নিরাপত্তা-হীনতায় ভুগছেন। বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতি এবং সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ গোলাম রহমান এক লিখিত বক্তব্যে জানান গতকাল জাকির হোসেন কামাল নামে এক যুবক তাঁর অফিসে আসে এবং এম এ (প্রথম পর্ব) পরীক্ষায় অকৃতকার্য একজন প্রার্থীকে ভর্তি করার জন্য চাপ দেয়। সে চেয়ারম্যানের অফিস থেকে ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসে টেলিফোন করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছ থেকে টেলিফোন আসবে একথা বলে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিভাগের শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডঃ আরেফিন সিদ্দিকের নিকট সমিতির সভাপতি ডঃ আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী দুইবার টেলিফোন করলে সে দুবারই রিসিভার তুলে রেখে দেয় এবং ডঃ চৌধুরীকে বলে, আপনি রেখে দিন, ভিসির টেলিফোন আসবে। এসময় ডঃ আরেফিন সিদ্দিক রুমেই উপস্থিতছিলেন, তার টেলিফোন তাঁকে না দিয়ে কেন রেখে দেয়া হলো জানতে চাইলে যুবকটি বলে, ভিসির টেলিফোনের চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। এ ঘটনার পর বিভাগীয় শিক্ষকরা যখন ভাইস চ্যান্সেলরকে বিষয়টি জানাতে যাচ্ছিলেন তখন জাকির হোসেন জামাল দুজন সঙ্গী নিয়ে শিক্ষকদের পথরোধ করে এবং ডঃ সিদ্দিককে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে শারীরিকভাবে অপদস্থ করতে উদ্যত হয় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এর আগে বিভাগের অফিসে এক বেনামী টেলিফোনে ডঃ আরেফিন সিদ্দিককে বলা হয় তার জন্য একটি বুলেট কেনা হয়েছে এবং তাঁকে সেটা উপহার দেয়া হবে।

এ ঘটনার পর সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষকগণ রমনা থানায় একটি ডায়েরী করেছেন। বিষয়টি ভাইস চ্যান্সেলরকে অবহিত করা হয়েছে এবং তিনি এ বিষয়ে তদন্তের আশ্বাসদিয়েছেন।